হাতের মুঠোয় আর্থিক সেবা

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের ১০ বছর

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৭ ফাল্গুন ১৪২৮
১২ মার্চ ২০২২

বাণী

'হাতের মুঠোয় আর্থিক সেবা' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এর দশ বছর পূর্তি উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশের এই নবীন খাতটির কোটি গ্রাহক, সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির বিকাশে বাংলাদেশের এমএফএস খাত যাত্রা শুরুর এক দশকের মধ্যে অনন্য উদাহরণ তৈরি করেছে। কেবল বাংলাদেশ নয়, সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশের এমএফএস সেবা এখন এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে উন্নত রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন ও বাস্তবায়নে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, সেই স্বপ্ন পূরণের পথে বাংলাদেশ আজ কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে এমএফএস এর মতো ডিজিটাল সেবার কল্যাণে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প বাস্তবায়নে এমএফএস খাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। মোবাইলের মাধ্যমে যেকোনো মুহূর্তে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা পাঠানোসহ বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যময় সেবা মানুষের জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে, বিশেষ করে ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা মানুষদের আর্থিক লেনদেনে স্বাধীনতা ও সক্ষমতা আনতে সক্ষম হয়েছে।

করোনা মহামারি ডিজিটাল লেনদেনের উপর আমাদের নির্ভরতা অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। এসময় সরকারের বিভিন্ন আর্থিক অনুদান সরাসরি এমএফএস এর মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। এমএফএস সেবাদানকারীদের নিরবচ্ছিন্ন উদ্ভাবন ও একান্ত প্রচেষ্টায় এ খাতটি আজ এতোদূর অগ্রসর হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে গ্রাহকবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ, গ্রাহকের আর্থিক নিরাপত্তা নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিতে বিদ্যমান সকল নীতিমালা প্রতিপালন ও প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। আমি আশা করি, একটি ক্যাশবিহীন ডিজিটাল সমাজ নির্মাণে এমএফএস খাত সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

আমি এমএফএস খাতের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) খাতের দশ বছর পূর্তি উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে এখাতের সকল গ্রাহক, নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক, সেবাপ্রদানকারী সংস্থা সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিবাদন।

সব ধরনের আর্থিক সেবা সহজে, কম সময়ে, নিরাপদে গ্রাহকদের জন্য সহজলভ্য করার পাশাপাশি মূলধারার প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতিতে দেশের বড় সংখ্যক মানুষকে যুক্ত করেছে এমএফএস খাত। ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা বা সীমিত ব্যাংকিং সেবা পাওয়া মানুষের জন্যও এখন আর্থিক সেবা হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। সব মিলিয়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে উদাহরণ তৈরি করেছে এমএফএস সেবা। ৯১ কোটি গ্রাহককে নিরবচ্ছিন্ন সেবা দিয়ে এমএফএস খাত সব মানুষের জীবনমান উন্নয়নসহ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে।

জাতির পিতার আজীবনের স্বপ্ন ছিল একটি দারিদ্র্যমুক্ত ও শোষণমুক্ত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা। জাতির পিতার সেই অর্থনৈতিক দর্শন অনুসরণ করে তারই রক্তের উত্তরাধিকার বর্তমান প্রজন্মের কিংবদন্তি ও আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও হিরন্ময়ী নেতৃত্বে কোভিড পূর্ব গত এক দশকে গড়ে ৭.৪% অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এমনকি অপ্রত্যাশিত অভিঘাত কোভিড-১৯ মহামারি কালে গত বছর যেখানে বৈশ্বিক অর্থনীতি ৩% সংকুচিত হয়েছে, এমন ক্রান্তিকালেও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশ শীর্ষ পাঁচটি সহনশীল অর্থনীতির মধ্যে রয়েছে এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৬.৯৪ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। যুক্তরাজ্যের Center for Economics and Business Research-এর অতি সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, ২০৩৬ সালেই বাংলাদেশ বিশ্বের ২৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে। আমাদের এখন লক্ষ্য এ সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের মাধ্যমে ২০৩১ সালে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া; ২০৪১ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত জ্ঞানভিত্তিক এক উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে জাতির পিতার অন্তর মন গ্রথিত সোনার বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের সুবর্ণ রেখাটি স্পর্শ করা।

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) সংক্রান্ত বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রতিপালনকরত: এমএফএস সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ সেবার গুণগত মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি

বাংলাদেশে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এর এক দশকের যাত্রা

এমএফএস নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার (পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক) পরিপ্রেক্ষণ

১৯৯০ এবং পরবর্তী দশকগুলোতে আর্থিক খাতে সাধারণ জনগণকে অন্তর্ভুক্ত করার স্বার্থে সারাদেশে ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বাড়ানোর প্রচেষ্টা সত্ত্বেও জনসংখ্যার বড় একটা অংশ আনুষ্ঠানিক আর্থিক ব্যবস্থার আওতার বাইরে রয়ে গিয়েছিলো। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্য অর্জনে তাই বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আর্থিক খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভিন্নধারায় চিন্তা করতে বাধ্য হয়, যার ফলাফল মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস)। ক্রমবর্ধমান নেটওয়ার্ক কাভারেজের এবং মোবাইল ব্যবহারকারীর সাথে লাখো মানুষের হাতের মুঠোয় আর্থিক পরিষেবা নিয়ে আসার ধারণাটি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস-এর বিপ্লবের সূচনা করে। বর্তমানে ৯১ কোটির বেশি হিসাবধারী নিয়ে এমএফএস প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। এমএফএস-এর সূচনা দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে টাকা পাঠানোর মাধ্যমে হলেও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বর্তমানে পেমেন্ট, সেভিংস, লোন ইত্যাদি নানা আর্থিক পরিষেবা এ খাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দৈনিক ২ কোটি বারের বেশি লেনদেনে এমএফএস খাতে প্রায় ২,২৯৫ কোটি টাকার বেশি আদান প্রদান হচ্ছে। প্রান্তিক জনগণের জীবনে এমএফএস-এর কল্যাণে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আরো অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, যার মাধ্যমে লাখো মানুষ পেয়েছে অর্থনৈতিক মুক্তি।

বাংলাদেশে এমএফএস-এর যাত্রা সহজ ছিলো তা নয়, নতুন যেকোনো সূচনাতেই প্রতিবন্ধকতা থাকবেই। ২০২২ সালে দাঁড়িয়ে এমএফএস-এর যে জনপ্রিয়তা আমরা দেখতে পাই, এই কৃতিত্বের দাবিদার নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সময়োপযোগী উদ্যোগ, পাশাপাশি বেসরকারি খাতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহায়তা। নতুন এই পরিষেবার জন্য সুস্পষ্ট নীতিগত কাঠামো প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১১ সালে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস রেগুলেশনস প্রণয়ন করে, যা পরবর্তীতে ২০১৮ এবং ২০২২ সালে সংশোধন করা হয়। এ খাতের জন্য ব্যাংক-লেড মডেল চালু করা হয়, যা সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক খাতের এই নতুন ধারায় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং-এর সঙ্গে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সংমিশ্রণ ঘটাতে সাহায্য করে। দেশের প্রতিটি প্রান্তে এমএফএস সেবা ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক এজেন্ট নেটওয়ার্ক তৈরির অনুমতি প্রদান করে। এজেন্ট নেটওয়ার্কের এক্সক্লুসিভিটি পরবর্তীতে দেশব্যাপী ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে এবং এমএফএস-এর তারল্য ব্যবস্থাপনায় প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। গ্রাহকের অর্থের নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক বিচক্ষণতার সঙ্গে ট্রাস্ট-কাম-সেটেলমেন্ট অ্যাকাউন্টের প্রবিধান জারি করে এ খাতের দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

অ্যাকাউন্ট খোলার ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রাহকের প্রতিবন্ধকতাগুলো এমএফএস সেবা দূর করেছে। শহর থেকে গ্রামে টাকা পাঠানো এখন নিমেষের ব্যাপার, যা সমগ্র দেশের অর্থনৈতিক লেনদেনকে বেগবান করেছে। প্রযুক্তিবান্ধব শহুরে জনগণকে এমএফএস ব্যবহারে আকৃষ্ট করতেও বাংলাদেশ ব্যাংক সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। ইউটিলিটি বিল পেমেন্ট, মার্চেন্ট পেমেন্ট, ব্যাংকের মাধ্যমে ইনওয়ার্ড রেমিটেন্স ইত্যাদি সেবাকে এমএফএস খাতে সন্নিবেশ করতে বাংলাদেশ ব্যাংক নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের ভাতা এবং প্রণোদনা বিতরণের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকেও এ খাতের মাধ্যমে ডিজিটাইজড করা হয়েছে, যা চলমান করোনা মহামারিতে দেশের অর্থনীতি এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ব্যাংকিং খাতের ডিজিটাইজেশন এবং এমএফএস-এর দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে জরুরি পরিস্থিতিতে সরকারি ভাতা ও প্রণোদনা প্রদান এবং সহজে পেমেন্ট নিশ্চিত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। কোভিড-১৯ এর সময়ে আমাদের আর্থিক খাতের সেবা প্রদানে প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে। করোনাকালে সীমাবদ্ধ চলাচলের মধ্যেও আর্থিক লেনদেনের নিরবচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্থাপিত পেমেন্ট ইকোসিস্টেমের সক্ষমতা অনুধাবিত হয়েছে। ৫০ লক্ষ প্রান্তিক ভুক্তভোগীদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সহায়তা দক্ষতার সাথে বিতরণ করে দেশের জনগণের জন্য স্বস্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে এমএফএস সেবা। এছাড়াও, এমএফএস-এর মাধ্যমে এ সময় উপবৃত্তি, মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বিধবা ভাতা এবং অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা ভাতা বিতরণের মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন এবং জীবিকা বজায় রাখার জন্য এমএফএস সেবা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

এমএফএস-এর এই যাত্রা বাংলাদেশের সকল জনগণের জন্য অর্থনৈতিক মুক্তির যাত্রা। বিগত বছরগুলোতে ব্যাংক, এনবিএফআই এবং এমএফএস সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারের লক্ষ্যে এমএফএস-এর মাধ্যমে ব্যাংকের সেভিংস এবং লোন সেবা চালু করা হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নপূরণের জন্য আমাদের পেমেন্ট সিস্টেমের সকল খাতে ডিজিটাইজেশন প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে, আগামী বছরগুলোয় এমএফএস সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের নিম্নোক্ত বিষয়গুলোতে মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন-

- চতুর্থ শিল্প বিপ্লব, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ও বিগ ডেটার আবির্ভাব তথ্য-উপাত্তভিত্তিক এমএফএস খাত তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। কাজেই নতুন পণ্য প্রবর্তন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর একীভূত প্রচেষ্টায় তা সম্ভব হতে পারে।
- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় আনার লক্ষ্যে কম খরচে কার্যকর বাংলা কিউআর ব্যবহার করা যেতে পারে।
- আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উদ্ভাবনী সেবা প্রদান করতে হবে।
- জাতি,ধর্ম, লিঙ্গ ও ভৌগলিক অবস্থান নির্বিশেষে পেমেন্ট সেবা প্রদান করতে হবে।
- সচেতনতামূলক প্রচারণা চালিয়ে এমএফএস সেবা এবং অন্যান্য ডিজিটাল সেবা গ্রহণের প্রতি গ্রাহকের আস্থা বাড়িয়ে তুলতে পদক্ষেপ নিতে হবে।
- কার্যক্রম পরিচালনার অন্যান্য ঘাটতিগুলোও (যেমন- যথাযথ প্রচার, পলিসি ও প্রবিধানের যথার্থ প্রয়োগ, গ্রাহককেন্দ্রিক সেবা এবং সেবার চার্জ) আগামী দিনগুলোতে সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা এবং উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে পূরণ করা যেতে পারে।

আগামী দিনগুলোতেও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রোভাইডারদের সঙ্গে সরকারি/বেসরকারি খাত, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর একই ধরনের সহযোগিতা এবং সমন্বয়ে স্বপ্নের 'ডিজিটাল সোনার বাংলা' গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নেবে।

জয় বাংলা।

মো: মেজবাউল হক
মহাব্যবস্থাপক, পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট, বাংলাদেশ ব্যাংক

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৭ ফাল্গুন ১৪২৮
১২ মার্চ ২০২২

বাণী

মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) এর দশ বছর পূর্তিতে সবাইকে আমি শুভেচ্ছা জানাই।

এবারের প্রতিপাদ্য 'হাতের মুঠোয় আর্থিক সেবা'- যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে নতুন নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে দেশকে সম্পৃক্ত করে দেশ ও জাতিকে এগিয়ে নিয়েছে। আমরা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। দেশের মানুষ এখন ডিজিটাল বাংলাদেশের সুফল উপভোগ করছে। প্রান্তিক মানুষও ব্রডব্যান্ড সুবিধা পাচ্ছে। মানুষ ঘরে বসেই মোবাইল ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থিক লেনদেন করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় আর্থিক খাতকে আরও আধুনিক করতে আমরা ২০১১ সালে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ব্যাংক-লেড মডেলে এমএফএস যাত্রা শুরু করি।

আমরা দেশের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে সরকার পরিচালনাসহ বিভিন্ন লেনদেন ও সেবামূলক কর্মকাণ্ডে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করতে কাজ করে যাচ্ছি। এমএফএস এর কল্যাণে বাংলাদেশ ক্যাশলেস জীবন-ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হচ্ছে। আমাদের সরকার এই খাতের উন্নয়নে নিবিড়ভাবে কাজ করছে। আর্থিক সেবা সহজেই জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আমরা ইতোমধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছি। জিটুপি (G2P) পদ্ধতিতে সরাসরি সুবিধাবঞ্চিত, অসহায় ও দরিদ্র ভাতাভোগীদের এমএফএস অ্যাকাউন্টে আর্থিক সহায়তা এবং বিভিন্ন ধরনের প্রণোদনা পৌঁছে দিচ্ছি। শিক্ষার্থীদের কাছে সরাসরি মোবাইলে পাঠানো হচ্ছে বৃত্তি, উপবৃত্তির টাকা। করোনাভাইরাসের এই অতিমারীতে ৫০ লাখ মানুষকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুততা, স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তার সাথে এমএফএসের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

আমি প্রত্যাশা করি, এমএফএস সেবাদানকারীরাও সুশাসন ও নীতিমালা মেনে আর্থিক সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার পাশাপাশি নতুন উদ্ভাবনের মাধ্যমে আরও বেশি গ্রাহক-বান্ধব সেবা চালু করে মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজ করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে। এক্ষেত্রে আমাদের সরকার প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা দিয়ে যাবে।

আমি এমএফএস খাতের দশ বছর পূর্তি উদযাপনে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রসারের পাশাপাশি অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস)। একটি শক্তিশালী ডিজিটাল আর্থিক ইকোসিস্টেম গড়ে তুলতেও নিরন্তর কাজ করে চলেছে সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ একটি আধুনিক ও ক্যাশবিহীন ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই খাতের দশ বছর পূর্তি উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

২০১১ সাল থেকে এমএফএস খাত উদ্ভাবনী সেবা প্রদান করে জীবনকে আরও সহজ করে গ্রাহকদের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এমএফএস এর মাধ্যমে শিক্ষা খাতের উপবৃত্তি বিতরণ একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন যার ফলে সরকারের অর্থ-সহায়তা কার্যকরভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। বিশেষ করে কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে এমএফএস এর মাধ্যমে উপবৃত্তি অসংখ্য মানুষের জন্য স্বস্তি নিয়ে এসেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সব বৃত্তি কার্যক্রম এখন ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। এমএফএস এর কল্যাণে কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর হস্তক্ষেপ ছাড়াই সরাসরি জিটুপি পদ্ধতিতে সুবিধাভোগীদের হাতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে উপবৃত্তির টাকা পৌঁছে যাচ্ছে। একইসাথে সরকারের সময় ও অর্থের সাশ্রয় হচ্ছে। আগে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বৃত্তি দেওয়া হতো এবং শিক্ষার্থীদের টাকা পেতে অনেক সময় অসুবিধে হতো। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর সুযোগ্য কন্যা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের হাত ধরে দেশ ডিজিটাল হওয়ার কারণেই এসব সম্ভব হয়েছে।

এমএফএস এর কল্যাণে আর্থিক সেবাগুলো সকলের কাছে সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য হয়েছে। এমএফএস খাত নতুন নতুন সেবার মাধ্যমে আরো বিকশিত হোক, এই আশা রাখি। দশ বছরের এই যাত্রায় সকল সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানকে জানাই অভিনন্দন।

ডা. দীপু মনি